7

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 08 AUG 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৮

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাবিস্তার কার্যক্রম

নাটোরে ১২ হাজার ছেলেমেয়ে লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছে

নাটোর, ৭ই আগস্ট (নিজস্ব সংবাদ-দাতা)।- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রমের আওতায় নাটোরে ১২ হাজার ছেলেমেয়ে লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছে। নাটোর সদর থানার বড়হরিশপুর, দিঘাপতিয়া ও লক্ষীপুর খোলাবাড়িয়া ইউনিয়নে সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের জেলা সমন্বয়কারী সাইদুর রহমান জানান। সরকারি উদ্যোগে উল্লিখিত তিনটি ইউনিয়নে কার্যক্রম শুরুর পর 'এ পর্যন্ত ৫ হাজার ২শ' ১০ জন চালক ও ৫ হাজার ৬শ' ৯০ জন বালিকাকে লেখাপড়া শেখানো হয়। এছাড়া নিরক্ষরমুক্ত করা হয়েছে প্রায় ৭ হাজার বয়স্ক নারী ও পুরুষকে। সরকারি আর্থিক সহায়তায় এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে কয়েকটি বেসরকারি সাহায্য সংস্থা (এনজিও)। এর মধ্যে রয়েছে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট, সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, স্বনির্ভর বাংলাদেশ ও ঠেংগামারা মহিলা সবুজ সংঘ সংক্ষেপে টিএমএসএস। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পাঁচটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমত এক বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা। যে সমস্ত শিশু আর্থিক দৈন্যতা ও পারিবারিক অসচেতনার কারণে স্কুলে ভর্তি হতে পারেনি। তাদের উৎসাহিত করার জন্য এই স্তরের ছেলেমেয়েদের বই ও খেলাধুলার সরঞ্জাম দেয়া হয়। দ্বিতীয়ত দুই বছর মেয়াদি মৌলিক শিক্ষা কার্যক্রমে ৬ হতে ১০ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের পাঠদান-শেষে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি করানো হয়। তবে এই স্তরে ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় স্কুলে অধ্যয়ন কষ্টকর হয়ে পড়ে। তৃতীয়ত ১১ হতে ১৪ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের অর্থনীতি, সমাজ, দেশ-সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য পরিবেশ, আইন, অধিকার, কর্তব্য এবং কৈশর আচরণ সম্পর্কে পাঠদান ও সচেতন করে তোলা হয়। দু'বছর মেয়াদি এ স্তরের যে সমস্ত ছেলেমেয়ে লেখাপড়ায় বিরতি দিয়েছে অথবা কোন কারণে আর স্কুলে যাওয়া হয়নি, তাদের পড়ানো হয়। চতুর্থত ১৫ হতে ৩৫ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে এ স্তরে প্রয়োজনীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা হয়। পঞ্চমত নব্য-স্বাক্ষর এলাকায় গ্রাম শিক্ষা মিলন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এ কেন্দ্রে লাইব্রেরি পত্রিকা। খেলাধুলার সরঞ্জাম, রেডিও প্রভৃতি রাখা হয়।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে ৩০ জন শিক্ষার্থীর জন্য একটি কেন্দ্র স্থাপন ও একজন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। প্রতি ১৫টি কেন্দ্রের জন্য একজন সুপারভাইজার নিয়োজিত থাকেন। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা-কেন্দ্র পরিচালনার জন্য স্থানীয় গণমান্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা হয়। থানা পর্যায়ে থানা অফিসারকে সভাপতি ও সকল ইউপি চেয়ারম্যানকে সদস্য করে কমিটি গঠিত হয়েছে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর এই কার্যক্রমে কেন্দ্রের শিক্ষকদের মাসিক চারশ' টাকা ও সুপারভাইজারকে এক হাজার টাকা ভাতার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রথমদিকে উপানুষ্ঠানিক কার্যক্রম সম্পর্কে অশিক্ষিত দরিদ্র ও অসচেতন মানুষ তেমন উৎসাহী হয়নি। কিন্তু ব্যাপক প্রচারণা ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে পরবর্তীতে প্রতিটি কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বেড়েছে। নাটোরে ১৯৯৪ সালের ১৫ই মে হতে এই কার্যক্রম শুরু হয়েছে। গত বছর ৮ই সেপ্টেম্বর বড়হরিশপুর ইউনিয়নকে নিরক্ষরমুক্ত ঘোষণা করা হয়।